بسم الله الرحمن الرحيم

ক্রুসেইডার-ক্রুসেইডার যুদ্ধ

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খিষ্টানদের দেশগুলো যখন লাশের স্তুপ ও ইট-পাথরের ধ্বংসাবশেষে রূপান্তরিত হয়, তখন খ্রিষ্টান কাফেররা নড়েচড়ে বসে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় তাদের দেশগুলোতে এধরণের যুদ্ধ আর নতুন করে বাঁধতে দেওয়া যাবে না। অতঃপর নিজেদের দেশগুলোতে যুদ্ধ এড়িয়ে মুসলিমদের ভূমিগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে গঠন করলো বিভিন্ন সংস্থা-সংঘ এবং ইউনিয়ন। এরপর থেকে বহু বছর যাবৎ তারা প্রক্সি যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তাতেও সামাল দেওয়া সম্ভব না হলে স্নায়ুযুদ্ধ পরিচালনা করে। এভাবে নিজেদের দেশগুলোতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে তারা সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো থেকে নিবৃত থাকে। কিন্তু না, আবারো তাদের উপর যুদ্ধের ভূত সাওয়ার হয়েছে এবং নতুন করে হুমকি নিয়ে আসছে। এভাবে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-লড়াই লেগেই থাকে, শত চেষ্টা সত্তেও তারা স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারে না। পূর্ব-পরের সকল বিষয় আল্লাহ-ই পূর্ণ জ্ঞাত।

প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা আল্লাহ ﷻ তাদের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন: "এবং যারা বলে, 'আমরা নাসারা (খ্রিষ্টান) তাদের থেকে আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম।' কিন্তু তারা যাকিছু উপদিষ্ট হয়েছিল,তার একাংশ ভুলে গেছে। সুতরাং আমি তাদের মাঝে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রেখেছি।" [সূরা মায়েদা: ১৪], ইবনে কাসীর -রহিমাহুল্লাহ- এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন- যা কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।" অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন: "আল্লাহ ﷻ তাদের একদলকে আরেক দলের উপর চড়াও করে দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক করে দিয়েছেন।"

অর্থোডক্স ক্রুসেডার -রাশিয়া এবং ইউক্রেন- এর মধ্যে সরাসরি রক্তক্ষয়ী যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা নিশ্চয়ই তাদের উপর আরোপিত শাস্তির একটি উদাহরণ। চলমান যুদ্ধের ফলাফল ও ঘটনাবলী নিয়ে আমরা নিছক অনুমান কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী করে কিছু বলতে চাই না। তবে অন্যান্য ক্রুসেডার রাষ্ট্র এই যুদ্ধে জড়ানোর ফলে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত ও সম্প্রসারিত হওয়া, কিংবা ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আধিপত্য বিস্তার ও তাদের অনুগত সরকার বসানোর মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটা... ইত্যাদি... যেটাই ঘটুক না কেন এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই যুদ্ধের ফলে বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে "শান্তি এবং যুদ্ধ" সংক্রান্ত বহু আইনের রদবদল ঘটবে।

উল্লেখ্য, ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য রাশিয়ান পদক্ষেপটি মোটেও আশ্চর্যজনক ছিলো না। এটি "পূর্ব ইউরোপীয়" দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমেরিকা এবং রাশিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার একটি বাস্তব অনুশীলন। বিশেষত ঐ সমস্ত দেশগুলোতে আমেরিকার "সমর্থন এবং নিয়ন্ত্রণ" প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করার পর থেকে, যা সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিষয়টিকে রাশিয়া "বড় ধরণের হুমকি" হিসেবে নিয়েছে। কেননা এর শেষ লক্ষ্য হতে পারে "মস্কোর শাসনব্যবস্থার পতন ঘটানো এবং এটিকে একটি আমেরিকান-বান্ধব শাসন ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন করা।"

মাঠ কেন্দ্রিক বিবেচনায়,"রাশিয়া-ইউক্রেন"-এর মধ্যকার এই যুদ্ধটি দীর্ঘ হোক বা সংক্ষিপ্ত হোক, এটি আসন্ন "ক্রুসেডার-ক্রুসেডার" যুদ্ধের সূচনা এবং প্রস্তুতি পর্ব বলা যায় নিশ্চিতভাবেই। আর উভয় পক্ষের যে ধ্বংসযজ্ঞ ও মৃত্যুর মিছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা কেবলই একটি ট্রেইলার অংশ। সম্পূর্ণ দৃশ্যটি দেখা যাবে তাদের মধ্যকার মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়। আর ক্রুসেডার ইউক্রেনে চলমান এই যুদ্ধ আরো বহুদূর সম্প্রসারিত হয়ে অন্যান্য ক্রুসেডার রাষ্ট্রগুলোকেও গ্রাস করবে বি-ইযনিল্লাহ। যে ভয়াল পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য তারা এত বছর কাঁঠখড় পুড়াচ্ছিলো আজ তাই ঘটে চলছে তাদের ভাগ্যে।

শরঈ বিবেচনায়, ক্রুসেডারদের মাঝে যা ঘটছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তা একদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর আরোপিত কুফরির শাস্তি। অন্যদিকে এটি হলো একটি "জাগতিক নিয়ম" -যা সমস্ত কুফরের শক্তি একত্রিত হলেও থামাতে পারবে না। এটা হলো "সংঘর্ষ ও প্রতিহতকরণ নীতি"। এটি যেমন হক্ব ও বাতিলের মাঝে ঘটে তেমনি বাতিল ও বাতিলের মাঝেও ঘটে-যখন কাফেররা দুনিয়ার খড়কুটা এবং ভূখন্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। এধরণের বাতিলের উপর বাতিলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টা হলো সাধারণ প্রতিহতকরণ নীতির একটি প্রকার। যেমন আল্লাহর তায়ালা বলেন: "আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন..." আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা বলেন: "এরূপে আমি যালেমদের কৃতকর্মের ফলে তাদের এক দলকে অন্য দলের উপর প্রবল করে থাকি।" ইবনে যাইদ -রহিমাহুল্লাহ- এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: "আল্লাহ তা'আলা এক যালিমকে অপর যালিমের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে একদলকে অপর দলের হাতে শাস্তি দেন।" [তাফসীরে কুরতুবী]

আমরা লক্ষ্য করেছি, এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে লোকেরা পক্ষ সমর্থণ দিতে গিয়ে ওয়ালা-বারা তথা ইসলামের জন্য শত্রুতা ও মিত্রতার মানদন্ড থেকে বহু দূরে সরে যায়। তাদের কেউ কেউ "দখলদার রাশিয়া"র বিরোধিতা করতে গিয়ে ক্রুসেডার ইউক্রেনকে সমর্থন করে! আবার অনেকে ক্রুসেডার রাশিয়াকে সমর্থন করে এই ভেবে যে, তারা আমেরিকার শত্রু! এবং নিজেদের "প্রতিরোধ অক্ষের" মিত্র শক্তি! আর কিছু লোক যুদ্ধের গতিবিধি ও ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন দুই ক্রুসেডার দলের কোন একদিকে তাদের অবস্থান ঠিক করে নিতে পারে! এদিকে চেচনিয়ান মুরতাদ মিলিশিয়ারা ক্রুসেডার রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। আর জ্ঞানপাপীরা তাদেরকে "মুজাহিদ" বলে অবিহিত করছে! অবশ্য তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। একইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কাফের মিলিশিয়ারা ইউক্রেনের পক্ষে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছে। আগামী বছরগুলোতে এভাবে তাদের কথিত "আমেরিকান মিত্রপক্ষ এবং রাশিয়ান অক্ষের" পিছনে সারিবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা অধিকহারে বৃদ্ধি পাবে। এই যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী যুদ্ধগুলো প্রমাণ করবে- প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন মুরতাদ "কাদিরভ" থাকে, যে পুতিনের নির্দেশনা মোতাবেক যুদ্ধ করে! ঠিক যেভাবে পূর্বেকার যুদ্ধগুলো দেখিয়েছে, প্রত্যেক রাষ্ট্রে একজন করে মুরতাদ "কারজাই" আছে যে বুশের নির্দেশনা মোতাবেক যুদ্ধ করে!

অন্যদিকে দেখুন, ক্রুসেডাররা তাদের গণতন্ত্রের মূর্তি চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। অথচ আরবের মুরতাদরা এখনও সেই মূর্তির চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে!..এর সূরক্ষার জন্য আহ্বান করছে এবং এটিকে মাধ্যম বানিয়ে কাকুতিমিনতি করে যাচ্ছে। এই হলো তাদের ঘোরতর পাপকাজে অবিরাম লিপ্ত থাকার দৃষ্টান্ত।

একটি বিষয়ে সবাইকে সতর্ক করা প্রয়োজন। আর তা হলো- এই সময়টাতে দাজ্জালের ছোট চেলারা এবং তাদের মিডিয়াগুলো মানুষের সামনে কুফরের সয়লাব ঘটানোর চেষ্টায় রত। আমরা দেখেছি ইতোমধ্যে তারা রাশিয়া এবং ইউক্রেনে বসবাসরত মুসলমানদেরকে তাগুতের পথে লড়াই করার জন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে!

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, চলমান দৃশ্যপটটি যতই জটিল আকার ধারণ করুক না কেন, ঘটনাসমূহ যত বড়ই হোক না কেন, এবং পরিস্থিতি যে দিকেই মোড় নেক না কেন- কোন কিছুই এই ধ্রুব সত্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না যে, আল্লাহ ﷻ এক ও অদ্বিতীয় মা'বুদ, তাঁর কোন শরিক নেই। আর ইবাদতের উপযুক্ত তিনি ছাড়া আর কেউ নন। সত্য চিরকালই সত্য, বাতিল চিরকালই বাতিল। হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। মহান আল্লাহর দ্বীনের প্রতি পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করাই মুমিনের কর্তব্য। ওয়ালা (বা মিত্রতা) হবে শুধু মুমিনদের প্রতি, আর "বারা" তথা শত্রুতা থাকবে সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে। নতুন-পুরাতন নির্বিশেষে সকল কাফের পক্ষজোট থেকে চক্ষু গুটিয়ে নিতে হবে। আশা থাকবে কেবল সেই মুমিন দলটিকে নিয়ে, যারা নির্বিশেষে সকল মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যেই মুশরিকরা কয়েক বছর আগেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্রুসেডার জোট গঠন করে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো, তারা আজ বিভক্ত হয়ে গেছে কিংবা শীঘ্রই হতে যাচ্ছে, বি-ইযনিল্লাহ।

একইভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসের দৃশ্যাবলী থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা, যা এখনও শুরু অবস্থায় রয়েছে। আর মনে রাখতে হবে, এই দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর যুদ্ধের ভয়াবহতা যতই তীব্র হোক, কিয়ামতের ভয়াবহতার সামনে তা কিছুই না। যেদিন সারা পৃথিবী কেঁপে উঠবে, হৃদয়গুলো প্রকম্পিত থাকবে, পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ হবে এবং আমলনামাগুলো উন্মোচিত করা হবে। নবীগণের মুখে উচ্চারিত হবে শুধু "আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম! - হে আল্লাহ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!" কাজেই হে মুসলিম, অতিসত্বর তাওবাহ করে ফিরে আসুন এবং নাজাতের কাফেলায় যোগ দান করুন সে সময় আসার পূর্বেই -যখন বলা হবে: আজ কোন রক্ষাকারী নেই!

আবারো শুরুর কথায় আসি, নিশ্চয়ই এ যুদ্ধ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। হে আল্লাহ, তাদের যুদ্ধগুলো দীর্ঘায়িত করুন এবং তাদের মাঝে বিভেদ ও ফাটল তৈরি করে দিন। তাদের উপর আপনার শাস্তি ও আযাব অবতীর্ণ করুন। হে আল্লাহ, আহলে কিতাব কাফেরদেরকে ধ্বংস করুন, হে সত্য মা'বুদ আমাদেরকে তাদের সকলের উপর বিজয় দান করুন।